দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR. 22. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা: ৭ কলাম ..৫......

৭৮৬

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বো

২ নং অরফ্যানেজ রোড, বখশী বাজার, ঢা

নং- ...৬/৩১ তারিখ ঃ ১৮

বিজ্ঞপ্তি

সরকার অনুমোদিত মাদ্‌রাসা শিক্ষা বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ধারা হিসেবে সমাজে স্বীকৃত। মাদ্‌রাসা শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ আধুনিকায়নের দাবী দীর্ঘদিনের। সুনির্দিষ্ট কোন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি না থাকায় দীর্ঘদিনেও এ দাবী পূরণ হয় নাই। বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড হিসেবে ১৯৭৮ সালে অধ্যাদেশ লাভের পরও প্রায় এক যুগ ধরে পুরনো ধাঁচের পাঠ্যপুস্তক অসংশোধিতভাবে অপরিবর্তিত থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট মহলসমূহ থেকে সেসব পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের দাবী আসে। অতঃপর মাদ্‌রাসা বোর্ড ১৯৯৪ ইং সন থেকে চালু করার লক্ষ্যে এনসিটিবিসহ দেশের প্রখ্যাত পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আলোকে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় ইবতেদায়ী ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৩৪টি এবং ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত আরও ৯টি পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্বাচনের রিপোর্ট প্রস্তুত করে। তবে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের টেক্সট বুক উইংয়ের প্রয়োজনীয় জনশক্তি না থাকায় ১৯৯৪ ইং সন থেকে উক্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক লেখানো সম্ভব হয় নাই। বিষয়টি জরুরী মনে করে তাৎক্ষণিকভাবে ১৯৯৪-৯৫ সনের জন্য সাধারণ লেখকদের লেখা পাঠ্যপুস্তক আহবান করে পুস্তক নির্বাচন করা হয়। এতে প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পুরাপুরি প্রতিফলন ঘটে নাই। প্রতিটি বিষয়ে ৫-৮টি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের অনুমতি পাওয়ায় দেশের বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন মাদ্‌রাসার পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও মাদ্‌রাসার বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নানা প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া অত্র বোর্ডের ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ের ৫টি করে প্রশ্ন ছাপাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং পরীক্ষার হলে স্ব-স্ব পাঠ্যপুস্তকের প্রশ্ন নির্বাচনে পরীক্ষার্থীরা হিমসিম খেত। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট মহল থেকে এসব পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের জোর দাবী আসতে থাকায় অত্র বোর্ড ১৯৯৭ ইং সন থেকে উক্ত ৩৪টি পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু অত্র বোর্ডের টেক্সট বুক উইংয়ের মাত্র কয়েকজন লোকের কর্মতৎপরতা দ্বারা এত বড় কাজ অল্প সময়ে করানো সম্ভব হয় নাই। দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের দ্বারা ৩৪টি পাঠ্যপুস্তক লেখানোর কাজ সম্পন্ন করতে বিলম্ব ঘটে। ফলে ১৯৯৪ ইং সনের জন্য লিখিত পুস্তকসমূহ ১৯৯৮ ইং সন পর্যন্ত চালু রাখতে হয়। ১৯৯৮ ইং সনের দ্বিতীয়ার্ধে উক্ত পাঠ্যপুস্তকসমূহ লেখার কাজে অগ্রগতির ভিত্তিতে বোর্ড-সভা পূর্বের পাঠ্যপুস্তক বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে উক্ত পাঠ্যপুস্তকসমূহ প্রকাশ ও বাজারজাত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ইতিমধ্যে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় ইবতেদায়ী ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে একটি করে মোট ৩৪টি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বাজারজাত করা হয়েছে। অভিভাবকগণকে বাজার থেকে বই সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হল। এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব ঘটায় আমরা দুঃখিত। অন্যান্য বছরের তুলনায় পাঠ্যপুস্তকের মূল্য কম ধার্য করা হয়েছে। এই মূল্য কেউ যেন পরিবর্তন করতে না পারে সে জন্য অচিরেই সকল পুস্তকের মূল্য তালিকা জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ করা হবে। তড়িঘড়ি করে পুস্তকসমূহ প্রকাশ করায় কিছু মুদ্রণ বিভ্রাট এবং তথ্য ও ভাষাগত বিতর্ক থাকতে পারে। পরবর্তী মুদ্রণের সময় পরিমার্জনে সহায়তার জন্য যুক্তিসঙ্গত যে কোন আলোচনা/সমালোচনা সাদরে গৃহীত হবে। এই পুস্তকসমূহ লেখা, সম্পাদনা, প্রকাশ ও বাজারজাত করার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার জন্য আন্তরিক মুবারকবাদ রইল।

প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুছ শিকদার
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

পি-৭৩৯/৯৯